কাগজ ---- জ গ লু ল হা য় দা র

সভ্যতা বিকাশে কাগজের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যায়, আজকের সভ্যতা কাগজেরই সভ্যতা। বাংলায় বহুল ব্যবহৃত হলেও কাগজ মূলত: ফার্সি শব্দ। ফার্সি থেকে অপরিবর্তিত রূপে এটি বাংলায় প্রবেশ করে পরিপূর্ণ বাংলা শব্দ বনে গেছে। আরবীতে কাগজকে 'কার্ত্তাস' এবং ইংরেজীতে 'পেপার' বলা হয়। ফ্রান্স ও জার্মান ভাষায় বলে 'পেপিয়ার'। যার মূল ল্যাটিন উচ্চারণ 'প্যাপিরাস'। আবার ঐ প্যাপিরাস কথাটা কিন্তু এসেছে মিশর থেকে। প্রাচীন মিশরীয়রা যে বস্তুটির উপর লেখালেখির কাজ সারতো তাকে বলা হতো প্যাপিরাস। অতীতে আমাদের এই উপমহাদেশে লেখালেখি হতো গাছের পাতায়। ভুজপত্র এবং তালপাতায় তৈরি হতো সেকালের মহার্ঘ পাণ্ডুলিপি।

বর্তমানে আমরা কাগজকে যে রূপে পাই তা কিন্তু প্রথমে প্রস্তুত হয়েছিল এই প্রাচ্যেই তথা চীনে। কাগজ হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচ্যবাসির দান। সে কারণে চীন দেশকে কাগজের জনক বলা হয়। ১০৫ খৃষ্টাব্দে চাইলুন নামক জনৈক চীনা ভদ্রলোক এটি আবিষ্কার করেন। এরপর এই প্রণালী চলে যায় জাপানে ৬১০ খৃষ্টাব্দে। আরবরা ৯০০ খৃষ্টাব্দে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী মিশরে নিয়ে যায়। পরে আরবদের হাত ধরেই ১১৫০ খৃষ্টাব্দে কাগজ পৌঁছায় স্পেন তথা ইউরোপে। ইতালী, জার্মান, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে আধুনিক কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১২৭৬, ১৩৪৮ ও ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে। ভারতবর্ষে প্রথম কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয় তদানীন্তন বাংলার শ্রীরামপুরে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। আমাদের বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলি পেপার মিল শুধু এদেশেরই নয় এশিয়ার বৃহত্তম কাগজ কলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। চন্দ্রঘোনা ছাড়াও পরবর্তিতে পাকশী এবং খুলনায় এবং আরো পরে এদেশে বেশ কয়েকটি কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাগজ নানাভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকে। শন, তিসি, তন্তু, তুলা, বাঁশের মন্ড তৈরি করে কাগজ হয়ে থাকে। কাগজ নানা ধরনের হয়। যথা–হুয়াইট প্রিন্টিং, ম্যাপলিথো, ক্রীমওত, এ্যান্টিক, কার্টিজ, লেজার, বন্ড, কাভার, র‍্যাপিং, আর্টবোর্ড, আইভরি কোটেড, ক্রোমোআর্ট, মার্বেল, টিস্যু, ক্রেপ, আইভরি ফিনিস থেকে শুরু করে আজকের প্লাষ্টিক পেপার পর্যন্ত। কাগজের সাইজেরও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন ফুলস্কেপ, ক্রাউন, ডাবল ক্রাউন, ডিমাই, ডাবল ডিমাই, মিডিয়াম, ডাবল মিডিয়াম, ইম্পিরিয়াল, রয়েল ইত্যাদি। আজকাল কাগজের সাইজকে আদর্শ রূপ প্রদান করা হয়েছে A1, A2, A3, A4 ইত্যাদি নামে। ক্রমেই কাগজের উপযোগিতা বাড়ছে। কাগজের ব্যবহারের মাধ্যমে সভ্যতা গড়ে ওঠার এই সফলতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য ইদানীং ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস আর কম্পিউটারের ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধির ফলে কাগজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ধরনের শংকাও প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে অনেককে। এই শংকাকে আরো গভীর করে তুলেছে কয়েক বছর আগে মহাথির মোহাম্মদের ২০১০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়ায় সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক্স ফাইলিং সিষ্টেম প্রবর্তনের ঘোষণায়। এরপর বিদগ্ধ জনদের ধারণা যতো কিছুই হোক না কেনো সভ্যতার স্বর্গ থেকে কাগজকে একেবারে উচ্ছেদ কোনোদিনই হয়তো সম্ভব হবে না। ❑